168

KAVYAUKESUM. H. N. S.

কাব্য কুসুম।

—••❁••—

শ্রীবীরচন্দ্র গুপ্ত বিরচিত।

—*****—

আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্য প্রত্যয়ং চেতঃ ॥

হুগলী

বুধোদয়যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

প্রথমবার মুদ্রিত।

সন ১২৭৮ সাল।

মূল্য ৶১০।

বিজ্ঞাপন।

—****—

বালকেরা স্বভাবতঃ পদ্য পাঠে আসক্ত, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি তাহাদের সেই অনুরাগের সন্ধুক্ষণ করিবে এই আশাতেই প্রকটিত হইয়াছে। এই স্বল্পায়তন পুস্তিকাতে অতি সরলভাষায় কয়েকটী কবিতা গ্রথিত হইয়াছে। মায়াবিনী আশায় মুগ্ধ হইয়া, লোকে কি না করে? আমিও সেই আশাদ্বারা উত্তেজিত হইয়াছি, নতুবা আমার সাধ্য কি যে, এই গ্রন্থখানি বিদ্যোৎসাহী মহাত্মগণের দর্শনীয় করি? এক্ষণে মহামতি উদারস্বভাব বিদ্যোৎসাহী মহাশয়দিগের সমীপে এই মাত্র প্রার্থনা, যে তাঁহারা যদি ইহাকে যৎসামান্য বলিয়া ঘৃণা না করেন তাহা হইলেও পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত বাবু রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, এবং শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন তর্কালঙ্কার এবং শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন মজুমদার মহাশয়েরা ইহার আদ্যন্ত দেখিয়া দিয়া আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

এক্ষণে ইহা বলা বাহুল্য যে ইহা দ্বারা সুকুমারমতি বালকদিগের কিঞ্চিৎ উপকার হইলেও শ্রম-সাফল্য লাভ করিব।

১৮৭১ খৃঃ
১৬ই এপ্রিল।

শ্রীবীরচন্দ্র গুপ্ত
মালদহ।

—****—

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	১৩	এমন ?	হইল এমন ?
৭	২	রিলীন	বিলীন
১৭	৭	মনধ্বান্ত	মনোধ্বান্ত
১৭	১১	জ্ঞান বিনে	জ্ঞান বিনা
২০	৪	মন স্থখে	মনঃ স্থখে
২১	২০	উত্তলি	উত্তোলি

কুসুমাঞ্জলি।

জয় জয় বিমলা কোমলা ভগবতি !
মনোন্ধ নাশক-চন্দ্র-কৌমুদী ভারতি !
তুমি সবে (সর্ব্ব লোকে) আলো বিতরিতে,
অবতীর্ণা ভাষারূপে, এই পৃথিবীতে।
কবিতা-কুসুম-মালা; (উজ্জ্বল বরণে !)
আলো করিতেছে তোমা উজ্জ্বল বরণে !
কিবা জ্যোতিষের সিঁথী; সীমন্ত উপরে,
গণিত-মণির সহ, ঝল মল করে।
শোভিছে ললাটে, কিবা রসায়ন টীকা,
বোধ হয় কষিত-কাঞ্চন-ললাটিকা !
আয়ুর্ব্বেদ-কুণ্ডলে, শোভিত কর্ণ দ্বয়,
তিন-লোকে, কি আশ্চর্য্য দ্যুতিমান হয়।
অয়ি মাতঃ ! কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদি যত,
কটি দেশে যেন, চন্দ্রহার-মরকত।
সঙ্গীত নূপুরে, পদ কি বা শোভা পায়,
রুণু রুণু তাল, মান, বিরাজে যাহায়।

পূজেছেন এই সব অলঙ্কার দানে,
কত শত বিজ্ঞ, তব সুযোগ্য সন্তানে ;
কিন্তু মা গো ! জ্ঞানহীন-এ সন্তান তবঃ
কেমনে পূজিবে পদ কি আছে বিভব ?
তবে তুমি যা দিয়াছ; তাহাই লইয়া;
আইল মা ! পূজিবারে; উৎসুক হইয়া ।
দিবে কাব্য কুসুমের অঞ্জলি, চরণে;
কর গো চরণদান; কৃপা বিলোকনে ।

বন্ধু-বিরহিত যুবা।

বসন্তের অন্তে, নিশা অবসান কালে,
একদা যুবক এক, স্বপন দেখিয়া,
বিলাপিল কত, পড়ি বিষাদের জালে,
কাল-কবলিত নিজ বন্ধুর লাগিয়া।

(বিলাপ—)

১

বনের আগুনে বুঝি ঘৃত দিল ঢালি,
অথবা উঠিল মন—আকাশ-বাহনে,
খরকরে খরকর—দ্বাদশাংশুমালী।
নতুবা পরাণ দহে কিসের কারণে?

(নিদ্রা প্রতি।)

২

কি দেখালে অয়ি নিদ্রে আজি লো স্বপনে!
মুখে মৃদু মৃদু হাঁসি, ভুলায় আমারে
বন্ধু যেন আসি। (সুখ নাই ধরে মনে)
প্রণয় বচন কাণে, ঢালে সুধা-ধারে।

৩

বলে যেন (করে ধরি) তোমার বিরহে
বিরহিত হয়ে বন্ধু ; আইলাম পুনঃ ;
বিপীন বিহারে চল, চল যাই দোঁহে ;
দুঃখ বলে নিবাইব মনের আগুন ।

৪

সহসা চেতনা আসি, হরিল সে সুখরাশি ;
আঁখি মেলি আর তাঁরে ; দেখিতে গো
পাই না !
এই ছিল সে আনন, করিলাম দরশন
এই পুণঃ অন্ধকার,—বিনে কিছু দেখি না ।

(চেতনা প্রতি ।)

৫

কেন সতি ! তোমার স্বভাব
দেখি আজ অন্য ভাব ?
মম ভাগ্য দোষে কি গো এমন !
তুমি ত ইন্দ্রিয়গণে জাগাও গো পরশনে
সবাইত, সুখ সনে করে বিচরণ !
তবে কেন আজ মম সে সুখ অভাব ?

৬

হায়! বন্ধু ছিল গো যখন!
সুখ ছিল সর্ব্বক্ষণ;
কেন বা হরিলা আসি সে সুখ আমার!
সদাই বাসনা চিতে, সেইরূপ ঘুমাইতে;
এ কি বিপরীত রীতি আজি গো তোমার?
তোমায় পরশে ধনি! পুড়ি যায় মন।

(নেত্র প্রতি)

৭

কেন হে নয়ন আজি তোমার এ ভাব!
বন্ধুর লাগিয়া, আকুল হইয়া,
ছাড়িলে কি কাঁদি, নিজ স্বভাব?
নীমিলিত ছিলে হে যখন;
প্রাণবরে হেরিতে তখন!
উন্মীলিত হয়ে কেন দেখিছ অভাব?

৮

ও হে আঁখি তুমি নাকি ঈশ্বর দর্পণ?
তোমার উপরে, প্রতিবিম্ব পড়ে,

দেখ চরাচরে, যাহা যখন,
কেন তবে আজি হে তোমার;
সব দিক হয়েছে আঁধার!
রসরাজ বন্ধু কি হে করেছে গমন?

(শ্রবণ প্রতি)

৯

ও হে শ্রবণ যুগল! ও হে শ্রবণ যুগল!
বন্ধুর সে সুধাময়ী, বাক্যপ্রবাহিণী,
তোমাদের পথ দিয়ে, যদি পশেছিল গিয়ে,
হৃদয়সাগরে মম, হায়! একাকিনী;
আজি কেন বিষে তবে করিছে বিকল?

১০

হায় আমার হৃদয়, হায় আমার হৃদয়
ঘৃত নিধি নয় তবে কিসের লাগিয়া
বন্ধুর সে মধুভাষে হলাহল পরকাশে,
দহিছে অন্তর মম উভয়ে মিলিয়া;
ডুবিয়া থাকিলে জলে শীতল না হয়।

(বন্ধুর প্রতি)

১১

নিজে হয়ে বন্ধুহীন করি বন্ধুহীন
কেন বন্ধু একা তুমি হইলে বিলীন ?
যথা নভস্তলে শোভে শরত সময়;
শরদে পূর্ণিমা তিথি যেমন শোভয়;
পূর্ণিমায় শোভা পায় যথা সুধাকর;
সুধাকরে শোভে যথা সুধাকর-কর;
তাহায় যেমন শোভে কুমুদিনী সরে,
তোমার অন্তর তথা আমার অন্তরে।
কেন মম হৃদয় কান্তার কান্তিহীন
হেরি আজি বাহিরেতে-তোমায় বিহীন ?
অন্তরে এখনো তুমি আছত আমার;
কেন ছবি হীন করে সে ছবি তোমার ?
হায়! যথা চন্দ্র বিনে অন্ধকার রাতি;
লণ্ঠন মলিন যথা না থাকিলে বাতি ?
সরোবর বিনে যথা নলিনী মলিনী ;
অম্বু হীন শোভাহীন যেমন তটিনী ;
পাখী বিনে যেইমত না শোভে পিঞ্জর ;
তোমা বিনে সেইরূপ আমার অন্তর।

আজ বন্ধু তোমা বিনে সবাই আমারে,
বিনষ্ট করিছে সদা নির্দ্দয় আচারে।
এই যে তরুণ ভানু গগন উপরে,
অন্ধকার নাশি সবে আলো দান করে;
প্রাণি মাত্রে এ সময়ে হয় পুলকিত,
কেবল আমিই আছি অঁাধারে পতিত।
এই যে কুসুমোদ্যানে কুসুমনিচয়
প্রতিদিন নয়নের প্রীতিকর হয়।
এই যে সৌরভ-বাহী সৌরভ বহিয়া
প্রীতি দেয় প্রতিদিন কিঙ্কর হইয়া,
এই যে কোকিল-কল-কলিত সময়
সুললিত বেশে নিত্য প্রাণ হরি লয়;
এই যে, শিশির-বিন্দু অরুণ কিরণে
প্রত্যহ নিযুক্ত থাকে শোভা বিতরণে।
কৈ আজ তাহাদের সেইরূপ ভাব?
তোমা হারা দেখে তারা ছেড়েছে স্বভাব!
আনন্দ দূরের কথা সকলে মিলিয়া
দুঃখের সাগরে আজি দিয়াছে ফেলিয়া।
বন্ধুর পরীক্ষা যদি বিপদেতে হয়
কেন না উঠাও তবে মোরে এ সময়!

হায়! বন্ধু কি বা দোষ করিনু তোমার?
অথবা ইহাও বলা বাহুল্য আমার,
যেহেতু যদিও কোন দোষ হয়ে থাকে
পীড়িবে অৰ্দ্ধেক তোমা অৰ্দ্ধেক আমাকে।
দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী, দোষে দোষী হও
কেন তবে একা ছাড়ি স্থানান্তরে রও?
কি করে থাকিব আমি তোমা হারা হয়ে;
বিষম বিচ্ছেদ শেল পশিল হৃদয়ে!
কখন অনল থাকে ছাড়িয়া অনিল?
সুধাস্বর বিনে কবে, থাকে হে কোকিল?
সূৰ্য্য কবে থাকেন হে কিরণ বিহীনে?
কবে সুধা থাকে মধুরতা সখা বিনে?
সূর্য্যের সম্বন্ধ নাই কুমুদিনী সনে
তথাপি (মলিনা তারে দেখিয়া নয়নে)
নিশা যোগে নিশাকরে কর সমর্পিয়া
তোষেণ তাহার মন দয়াৰ্দ্র হইয়া।
তুমিত আমার বন্ধু হৃদয় নন্দন
তবে কেন অকারণে করাও রোদন?

(বিদ্যা কি পদার্থ)

১

জান কি হে শিশু তুমি, বিদ্যা নাম কার ?
শিষ্টতা, নম্রতা আদি যাহার সঙ্গিনী ;
কবিহৃদ্ শতদল নিবাসিনী যিনি ;
সৌভাগ্য রতন লভে, প্রসাদে যাঁহার।

২

যাঁহার বিমল দ্যুতি অমিয় জড়িত,
কৌমুদী সন্নিভ মরি ! মানস রঞ্জিনী
ঘোর অন্ধকারময়ী ভীষণরূপিণী,
পাপীয়সী অজ্ঞানতা যাহাতে দূরিত।

৩

যাঁহার করুণা তরি, করি আরোহণ,
দুস্তর সাগর-বারি তরিবার তরে,
(সুকৌশলে) বুদ্ধিমান্ মনুজ-নিকরে,
সুন্দর অর্ণব-যান করে সুগঠন।

৪

কিবা কৃষি, কি বাণিজ্য, কার্য্য আছে যত ;
যাহাতে লভহে, সুখ-সমৃদ্ধি নিচয়,

গুণবতী বিদ্যা বিনে সেই সমুদয় ;
কোন জন সুসম্পন্ন করে অবিরত ?

৫

দেখ না বাষ্পীয় রথ সুন্দর নির্ম্মাণ ;
কে রচিল কার বলে হইল প্রস্তুত ;
দিবা রাত্তি অবিশ্রান্ত চলে অতিদ্রুত ;
দীর্ঘ পথ কর যাহে দিনেকে প্রয়াণ।

৬

এই যে পৃথিবী মাঝে সুখ আয়তন
দিন দিন বাড়িতেছে শশি-কলা প্রায়,
বল দেখি সত্য করি কোন ললনায় ;
করেন এহেন কার্য্য করিয়ে যতন।

৭

যত দেখ কমনীয় কামিনী-ভূষণ,
সৌন্দর্য্য-নিলয়, করে করে ঝলমল,
মুকুতা-গুম্ফিত সেই ললাম সকল
কার নিপুণতা গুণে হয় সুরচন ?

৮

বারেক নেহারি দেখ মস্তক উপরে,
সোম, সূর্য্য, বুধ, গুরু, তারাগণ পাঁতি

উদয় নিলয়ে, ফিরিতেছে দিবা রাতি ;
বিদ্যা বিনে সে সব, কে অনুমান করে ?

৯

জগত মোহিনী বিদ্যা ঈশ্বরের দাসী,
ঈশ-পথ প্রদর্শন যাঁর সদা কায,
যাঁর ধ্যানে সদা সুখী মনুষ্য সমাজ,
গাও তাঁরে হবে যদি সুখস্থান বাসী।

অধ্যবসায়।

১

তুমি কি অধ্যবসায় মঙ্গল-নিলয়—
—ঈশ্বরের আজ্ঞা, সদা করিছ বহন?
ধন্য ধন্য কার্য্য তব, ধন্য হে তব গৌরব—
—অনুপম সুখ নিকেতন ;
তুমিই মিলাও আনি সুখ সমুচ্চয়।

২

দরিদ্রতা ভয়ঙ্করী যাহারে গ্রাসিয়ে,
করেছে উদরসাৎ বিশেষ প্রকারে ;

এ হেন মনুষ্য দীন,　তারাও পেতেছে দিন
কাহা হতে? তাড়াইয়া তারে--
—তুমিই মিলাও মাত্র দয়া প্রকাশিয়ে।

৩

দেখহে প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ! ইংলণ্ড নিবাসী
—মহাখ্যাতি ডেবি, যবে পুস্তক মুদ্রিতে
ফিরিলেন ঘরে ঘরে,　ব্যয় নির্ব্বাহের তরে,
নারি তায় সাধন করিতে,
কেবল তোমার বলে পূর্ণ অভিলাষী।

৪

হে যশস্ত! পৃথিবীর সর্ব্ব আয়তনে
তোমার যশঃ কুসুম: হয় বিকশিত;
তোমাকে আশ্রয় করি, নভস্পর্শী শৈলোপরি,
পঙ্গু জন হয় উপনীত।
অলঙ্ঘ্য সাগর থাকে নিগড় বন্ধনে।

(শিশু প্রতি।)

ওহে শিশুগণ,　হয়ে এক মন,
ইহার সরণি ধর;

যদি হয় চিতে যাইবে পূজিতে
অনুপম সৃষ্টি ধর।
সচ্ছন্দে তোমারে, লয়ে যেতে পারে
বিদ্যা পারাবার পারে ;
যেখানে আনন্দ, নাই নিরানন্দ
কল্পতরু যার ধারে।
সুখ শুকসারী, বসি সারি সারি
যেখানে লভয়ে সুখ ;
বিষম অসুখ পাইয়ে অসুখ
যে দিকে না করে মুখ।
ধর শিশু ধর এই কর্ণ ধর
পরিশ্রম তরণীর
চাপ এই তরী যাবে ত্বরা তরি
না ঠেকিবে গায় নীর।

——:****:——

(প্রার্থনা)

১

জয় দুঃখ—নিকেতন—পাপ হর,
করুণা করি অজ্ঞানে ত্রাণ কর,
ষট্ শত্রু থাকে সদা মত্ত মনে ;
রত মানস-বারণ, পাপ-বনে।

২

তুমি কাল নিবারক, কাল-পতি,
সেই বারন বারণে বিজ্ঞ অতি ;
ধর তোষ গদা, দেখি দীন জনে ;
রত মানস-বারণ—পাপ বনে।

৩

ওহে নিত্য-নিরঞ্জন সত্যপর !
তব পুত্র বটি, নহি অন্যপর ;
কত কাল তবে রব ভীত মনে ?
রত মানস-বারণ, পাপ বনে।

৪

যত দেখি বিভো ! তব কীর্ত্তিচয়—
করুণা-ময়তা-গুণ দীপ্তি-ময়,

কর দান দয়া করি জ্ঞান ধনে
রত মানস-বারণ, পাপ বনে।

৫

আছে ঘোর তমো রূপ অজ্ঞানতা,
যথা অম্বরে, অম্বর-পোষকতা ;
নাশহে তাহারে করুণা-পবনে !
রত-মানস-বারণ পাপ বনে।

৬

তুমি ভীম ভবাম্বুধি অম্বু চয়ে,
কর পার, অকাতর চিত্ত হয়ে ;
এবে তার অপার অসার বনে,
রত মানস-বারণ পাপ বনে।

৭

জয় বিশ্বপতি জয় দীন গতি
দিন দীনে দিয়ে করহে সুমতি,
রাখ হে করুণাকর ! ভ্রম্ জনে,
রত মানস-বারণ পাপ বনে।

৮

তুমি নিত্য সুধাসুখ-ভাজন ! হে
তুমি নির্ভট পামর পাবন ! হে

দহে দুঃসহ দুঃখ কৃশানু মনে,
রত মানস-বারণ পাপ বনে।

৯

কিবা সৃষ্টি সুশোভিনী সৃষ্টিকারী!
কি সে লাভ হবে করুণা তোমারি?
বল হে বল চিন্ময় প্রীত মনে;
রত মানস-বারণ পাপ বনে।

১০

মনধ্বান্ত হর, করুণা কিরণে;
কর অন্ত, নিতান্ত কৃতান্ত জনে;
নহে নষ্ট করে, তব সৃষ্ট ধনে
রত মানস-বারণ পাপ বনে।

১১

দাস জ্ঞানবিনে সদা দুঃখী অতি;
তব কীর্ত্তন কীর্ত্তনে মূঢ় মতি;
তবে (রক্ষ প্রভো!) এই মাত্র ভণে
রত মানস বারণ পাপ বনে।

সন্ধ্যা।

মরি কি প্রদোষ কাল, সময় শোভন,
শোভাময় সবদিক্ করি দরশন।
ধীরে ধীরে দিক্‌চয় হইল লোহিত,
ক্ষীণকর, দিন-কর প্রতাপ রহিত।
ভিন্ন পথে চক্রবাক্, চক্রবাক্ প্রিয়া,
ধায় দোঁহে সন্ধ্যা রাগে, আরক্ত হইয়া;
আমরি তাদের সেই ভাব নিরীক্ষণে
এই ভাব এখন উদয় হয় মনে,
দিবস-বিরহে হয়ে বিদীর্ণ হৃদয়
শোণিতের ধারা যেন সর্ব্ব অঙ্গে বয়।
তাই কি তাহারা রাঙ্গা হয়েছে দুজনে ?
সেত কদাচন নয়, সন্ধ্যা আগমনে।
উত্তাপ বিগত আর, তমঃ অভ্যুদিত,
জীব জন্তু এ সময়ে সবে আমোদিত।
অস্তাচলে দেখি হরি—হরি প্রবেশিল,
তমকরি, তমকরি ধরারে ঘেরিল।
সূর্য্যমণি বিচ্ছেদে দুঃখিনী কমলিনী,
আপনার রূপে ধনি হইয়া মলিনী।

মুদিল কমল—আঁখি দুঃখে আপনার;
অলি-অশ্রু-বারি বুঝি করি পরিহার।
শ্রবণ-সুমিষ্ট, পাখীদল কলরব,
শুনিয়া পরমসুখী জীবগণ সব।
সরোবরে কুমুদিনী, ঈষৎ বিকাশে,
চন্দ্র-পথ, নিরীক্ষণ করিছে আকাশে।
সেই ভাব নিরখি, এ ভাব হয় মনে;
(পতি-ব্রতা নারী, পরে দেখিবে কেমনে?)
কমলিনী-কান্ত সনে দেখা পাছে হয়,
লজ্জাবগুণ্ঠিতা তায় সভয় হৃদয়।
অথবা, বিমল-সুখ-সাগর মাঝারে,
নিমগ্ন হয়েছে মন, চাঁদ হেরিবারে,
তাই বুঝি অর্দ্ধ-স্ফুট নিমীলিত আঁখি,
অর্দ্ধেক ফুটিয়ে অর্দ্ধ রহিয়াছে বাকী।
একে একে তারাগণ উঠিল গগনে
বোধ হয় সুধাংশুর ভাবি আগমনে—
রজনী; (মঙ্গল হেতু) অঞ্জলি ভরিয়া,
শ্বেত পুষ্প আকাশেতে, দিল ছড়াইয়া॥
পূর্ব্বাদ্রি হইতে চন্দ্র দেখিতে দেখিতে,
কর বাড়াইল ক্রমে, তিমির নাশিতে।

শোভিল আকাশে, কিবা সুধাংশু-কিরণ
ক্ষীরাব্ধি-সলিলে, যেন প্লাবিত ভুবন।

দশরথ সমীপে রামাভিষেকের প্রস্তাব।

হেমময় সিংহাসনে, বসি অজাত্মজ—
দশরথ, রাজত্ব করেন মন সুখে,
সরসী-সরোজে সাজে ভৃঙ্গবর যথা।
মস্তকে (পলিত কেশে) শোভে মণিময়—
কিরীট; শোভিছে তাহে কত রত্নরাজী;
হায়! কি আশ্চর্য্য কান্তি ধরেছে তাহায়,
শৃঙ্গী-শৃঙ্গ তুষারেতে, দিন-কর ভাতি—
যেমতি। সুদীপ্ত কিবা কনক আসন,
সুদৃশ্য হয়েছে, মরি! আস্তরণ পটে;
যথা কুমুদিনী কুল সরোবর মাঝে,
কৌমুদী-উৎসবে মাতি, ঝক ঝক, ঝকে
প্রমোদে। সভাতে যত সভ্য পারিষদ
রাজারে বেড়িয়া সবে, বসেন চৌদিকে

উজলিয়া রাজ-সভা; নিরীক্ষণ করি
মনে হয়, নিশানাথে বেড়িয়া রয়েছে—
অগণ-তারকাজাল, ধরে ছত্রধরে
রাজ-ছত্র, কিবা তার রূপের মাধুরী,
সুবর্ণের পুত্তলিকা হায় রে যেমতি।
ঢুলায় চামর, চারু-লোচনা কিঙ্করী
দিব্য বরাঙ্গনা রূপে পরাজিতা যার।
বন্দিবৃন্দ (কর পুটে) সম্মুখে দাঁড়ায়ে,
মৃদু-মধুস্বরে করে রাজ-গুণ গান,
মরি! সেই সুমধুর কণ্ঠ-রব শুনি,
মনে হয়, (দূরে থেকে) কাকলী লহরী।
ভীষণ মূরত্তি দ্বারে দৌবারিক ফিরে,
নিরখিলে বোধ হয়, দণ্ডপানি যথা-
ফিরে, লয়ে কালদণ্ড, তমোগুণে মাতি।
আহা কি উজ্জ্বল প্রভা! ধরে সৌধাবলী
পুরীতে, ভাতিছে তাহে কত বর্ণ ভাতি-
-রত্নমালা, ঝল ঝলি ঝুলিয়া ঝালরে।
স্ফটিক নির্ম্মিত কিবা স্তম্ভ সারি সারি
ধরেছে গৃহ পটলে; যথা জলস্তম্ভ
জল-ধরে ধরে ব্যোমে, উত্তলি মস্তক।

বাঁকা বাঁকা তোরণে কতই বর্ণ সাজে,
নীল, পীত, লোহিতাদি ইন্দ্র ধনু যথা
বিরাজে গগনে। গৃহে সাজে চন্দ্রাতপে
সুবর্ণের কাজ সহ মুকুতা ঝালর,
সরোরুহ পূর্ণ সরে বিহরে যেমতি
বলাকা সকল (তীরে) খাদ্য অন্বেষণে।
কত মণি-ময় ঝাড় লম্বমান্ হয়ে
তথায় দীপিছে; যথা হীরকের বৃক্ষ
বিস্তারি শাখা প্রশাখা করে ঝল মল
তেমতি। কি দিব তুলা, হায় সে স্থানের
গৌরবে অমরাবতী পরাজিতা যার।
এ হেন সভায় বসি, (অজেয় জগতে)-
অজেয়, প্রধান কালে করেন রাজত্ব
ইন্দ্র সম। রাজলক্ষ্মী মোহিতা হইয়া
বীণাপাণি সহ, তথা বিরাজেন সুখে;
-রাজগুণে পরিহরি বিসম্বাদ আদি।
বীরত্ব যশঃ-কুসুম ত্রিলোক আমোদি
প্রস্ফুটিত হইয়াছে, পারিজাত যথা—
বিস্তারি সৌরভ, করে অমরে মোহিত।
রাজ-নীতি বিষয়ে সুবিজ্ঞ অতিশয়

দশরথ, প্রজা কুল মুগ্ধ হয়ে সবে,
পরিহরি শত্রু-ভয় সুখে বাস করে,
কোশলে। কৌশলে রাজ্য শত্রু-কুল দমি,
বার্দ্ধক্যে করেন রাজা; হায় রে যেমতি
অনতি-প্রখর বায়ু সঞ্চালিত হয়ে,
(না উপাড়ি) বৃক্ষগণে করে অবনত
তেমতি। সামন্ত-কুল, মুগ্ধ রাজগুণে,
কর্ত্তব্য সাধনে সবে, হয়ে উৎসাহিত
উপস্থিত রাজ-পাশে ; যেমতি বসন্ত—
—রাজ-গরিমায় মাতি, মলয়-পবন
স্বতই আসিয়া তার উপকার করে
সঘনে। সুদূরে থাকে বিপক্ষ মণ্ডলী
ভীত হয়ে ; তমো যথা অচল গহ্বরে
প্রভাকর কর ভয়ে, থাকে লুকাইয়া
নিভৃতে, তেমনি। আহা! এহেন যশস্বী
রাম গুরু, বৃদ্ধ কালে, কি বর্ণিব আমি
তাঁহার গুণ—গরিমা, কি দিব তুলনা—
—তার ; প্রজা-কুল সবে অমিয় সমুদ্রে
পশি, সুখে বাস করে, রাজার প্রসাদে।
একদা সভাতে বসি, (পাত্র মিত্র লয়ে

সমাধি কর্ত্তব্য কার্য্য) কোশল-অধিপ
কৌশল্যা-মনোরঞ্জন, জিজ্ঞাসেন সবে
কৌতুকে; শুন হে মম মঙ্গল আকাঙ্ক্ষী
বুধগণ! এই রাজ্যে প্রজা-কুল যত,
কি প্রকারে ক্ষেপে কাল, সুখে কিম্বা
দুঃখে?
কহ মোরে। শুনিয়া সচিব শ্রেষ্ঠ বুধ
দাঁড়ায়ে রাজ-সমক্ষে, বলেন বিনীতে
কর যুড়ি; নিবেদি, হে দেব-কুল প্রিয়!
দেবতা প্রসন্ন তব প্রতি; কি কহিবে
দাস? কভু হয় কি হে বর্ণিতে সক্ষম
বীর্য্য তব (হেন জনে) ত্রিলোক ব্যাপিয়া
দীপিছে যাহার কীর্ত্তি, ঘোষে সবে যাহা
এক তানে। হে যশস্বি-রঘু-কুল মণি!
প্রজা-কুল সবে সুখী তোমার শাসনে।
সর্ব্ব সুমঙ্গল তব সাম্রাজ্য মাঝারে
যে দিকে নিরখি, নাথ! সেই দিকে দেখি।
না হইবে কেন? ওহে রাজেন্দ্র প্রধান!
কভু কি ঘটে অশুভ মহার্ণব মাঝে
তরণীর; বিজ্ঞ কর্ণ-ধরে, কর্ণ ধরে

যাহার ? কোথায় (ওহে নৃপ-কুল নৃপ!)
শুনিয়াছ পৃথ্বী মাঝে, এহেন বারতা;
রবি-কুল-রবি-ছবি মলিন হইয়া,
মলিন করেছে সব কৌশল পঙ্কজে ?
কিন্তু ওহে রাজনীতি বিশারদ! আমি
যে দিকে নেহারি, প্রায় দেখিবারে পাই
সেই দিকে; বৃদ্ধ কালে ত্যজি রাজ্যভার
নৃপগণ, সুপাত্রে করেন সমর্পণ
ছত্রদণ্ড; বিশেষতঃ তবকুল মাঝে
এই রীতি পুরাতন; রঘু-কুলোদ্বহ!
হেন সাধ্য কার আছে, বুঝায় তোমারে
এ জগতে ? দেখ নাথ! অন্তরে বিচারি,
ভূতপূর্ব্ব ভূপ যত, রাজ্য করি সবে
অযোধ্যায়; দিয়াছেন নিজ নিজাত্মজে
বৃদ্ধ কালে রাজ্যভার, গুণ গরিমন্!
নিবেদি চরণাম্বুজে একটী বারতা
এই হেতু। তব বংশে রাক্ষস বিজেতা—
—রাঘবেন্দ্র (মহারাজ!) কুমার সদৃশ,
পরন্তপ পরাক্রম, রূপ গুণ আদি
না পারি বলিতে; তাঁর না পারি মাপিতে

—বুদ্ধি নিধি-গভীরতা। নবীন বয়সে
যে হেন রণ-নিপুণ কি কহিব আর,
কিশোরে কেশরী যথা, হয় তেজীয়ান্
সমধিক, সেইরূপ। রক্ষ-কুল-ত্রাস
রামচন্দ্র, ক্ষত্রিয়ারি মুনি মহাতেজা—
ভার্গবের, গর্ব্ব খর্ব্ব করি, লভিলেন
এ বয়সে, মহাকীর্ত্তি জগৎ ব্যাপিনী।
দাশরথি সম আর না হেরি জগতে,
সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী, সুস্থির-প্রকৃতি।
অতএব মো সবার এই নিবেদন,
তাঁরে রাজ্য দিয়া কর, কুলোচিত কায।

—*****—

হে রাজন্! জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কখনই তোমার অধীন নয়।

ওহে ভূপ! তুমি কভু না লইও মনে,
(উন্মত্ত থাকিয়া মিছা সাম্রাজ্যাদি ধনে)
সকলের প্রভু তুমি, সবে তব দাস;
সবাই তোমার দয়া, করে থাকে আশ।

ইন্দ্রিয়ানুগত মাত্র তব অনুগত,
অনিত্য সুখেতে যারা সর্ব্বদাই রত
তারাই বলিবে তোমা, ধর্ম্ম-অবতার;
বিনয়-বচনে মন তুষিবে তোমার।
কিন্তু জিতেন্দ্রিয় যেবা, ওহে ক্ষিতি পতি!
প্রাণান্তেও করিবে না তোমারে মিনতি।
তব অধিকার ছাড়ি, পশিবে গহনে,
ছজন কিঙ্কর আর সুখ-সখা সনে,
তথাপি তোমার দাস, না হইবে কভু,
না বলিবে স্তুতি বাক্য, না বলিবে প্রভু।
অথবা অধিপতার, কোন গুণে হবে?
দাস-অনুদাস তোমা, তাহার সম্ভবে।
ইন্দ্রিয় সকল তার দাস ভাবে আছে,
দাস হয়ে ফির তুমি যাহাদের পিছে।
প্রথমে প্রভুত্ব কর আপন উপরে,
অন্যের উপরে গিয়ে করো তার পরে।
তুমি কি হইবে প্রভু, যার প্রভু ছয়
তারে কিহে দাস বই, প্রভু কেহ কয়?
দেখ না হে রাজ্য ধন (করিয়া বিচার)
অনিদ্রা, আপদ, ভয়, উদ্বেগ-আধার।

সুকোমল সিংহাসন মণ্ডিত সোণায়,
কণ্টক-আসন সম, হয় ভাবনায়।
আগে লোভ ছাড়, পরে করিও প্রভুত্ব,
যে হেতু অলোভি—শির সর্ব্বদা উন্নত।
অগ্নি-শর্ম্মা না হইয়া, শান্ত ভাব ধর,
ন্যায়-ঘন-নীরে সদা তৃষ্ণা দূর কর।
কভু যেন তোমার হে! মানস-চাতক,
পিপাসা বারণ তরে, হইয়ে যাচক
ভ্রমেতেও নাহি বলে, জলদে, জলদে,
কালকূট ভরা সেই, অন্যায় জলদে।
গরল-পাদপ-পূর্ণ, এ সংসার ধাম,
তার তলে শোক, মোহ, ফিরে অবিরাম
সর্ব্বদা গরলি-বিষ সমান গরলী
—ফল ভরে, অবনত তার শাখাবলী।
কিন্তু যথা ব্যাল বর মস্তক উপরে,
কালকূট, মণি, দুয়ে একত্রই ধরে
সেইরূপ বিদ্যা আর সাধু-সহবাস,
ফলেছে ইহাতে দুটী (পীযূষ-আবাস)
বিষবৃক্ষ ফল। যদি ভাল বাস চিতে
সবারি উপরে ওহে! প্রভুত্ব করিতে

তবে আগে সেই দুটী ফল লাভ কর;
নতুবা হইতে কভু না পারিবে বড়।

—*****—

কাশীমের আক্রমণে সিন্ধু-মহিলাদিগের চিতারোহণ ও সিন্ধুরাণীর বিলাপ।

সিন্ধু অধিপতি (পড়ি সম্মুখ সমরে)
বীর, যবে গেলা চলি শমন-নগরে;
ধাইল যবনগণ, সিন্ধু আক্রমণে
ভীম তুলে; সর্ব্বভুক্ হুতাশন বনে
তৃণরাশি দেখি যথা আক্রমে অধিক,
ভয়ানক, তেজীয়ান্, হয়ে সমধিক।
কিন্তু যথা অনল অশক্ত আক্রমণে
তৃণ গুচ্ছ থাকে যবে, সুদৃঢ় বন্ধনে;
সেইরূপ যতদিন লয়ে লয়ে সৈন্যগণ,
করিলেন সিন্ধু-রাণী নগর রক্ষণ,
ততদিন না পারিল, নগরী মাঝারে,
অগণিত সেই শত্রু-সৈন্য পশিবারে।

হায়! যার রাজলক্ষ্মী মুদেছে নয়ন
(সূর্য্যে অস্তাচল গত, করি দরশন
সূর্য্য-সখী কমলিনী যথা সরোবরে)
হেন রাজ্য কার সাধ্য সুরক্ষণ করে।
পশিল যবনগণ নগরী ভিতরে—
অবারিত ভাবে, কেবা নিবারণ করে!
একাকিনী রাণী মরি, যেন পাগলিনী
দুর্বিষহ দুঃখে, ধনী হইয়া দুঃখিনী,
বিলাপেন যত হায় পতির লাগিয়া;
কোথা নাথ গেলা চলি, দাসীরে ছাড়িয়া!
কেন বা রাজ্যের লাগি করিলে হে রণ;
ভুঞ্জিতাম সুখ, দোহে পশিয়ে কানন—
রাজ্য জন ত্যজি। হায়! কি দোষ করিল
রে নির্ম্মম কাল! তোর কি দোষ করিল
অভাগিনী? তুঁই রে হরিলি প্রাণমণি
—হৃদয়-রতন আজ! পাপীয়সী গণি।
এ কি হে অন্যায় নাথ! তব আচরণ
নিষ্ঠুর-হৃদয় হয়ে করিলে গমন!
(না চাহিলে দাসীপানে)! করি কাঙ্গালিনী
কে কোথায়, ছেড়ে যায় সঙ্গের সঙ্গিনী

ছায়া সখী ? কেন এত অবিচার তবে
তোমার ? দাঁড়াও প্রভো ! স্বর্গগামী হবে
দুঃখিনীরে রাখি কিন্তু, ও পদ রাজীবে;
নতুবা এ হেন কার্য্য কে আর করিবে ?
পতিপ্রাণা ললনার আছে কি হে গতি
মর্ত্ত্যধামে পতিবিনে ? করি হে মিনতি
না যাও দাসীরে ছাড়ি, রাখি একাকিনী,
করিয়ে দুঃসহ-দুঃখ-কানন বাসিনী।
এত বিলাপিয়া রাণী অনল সাজাতে
আদেশিলা ভৃত্যগণে। মৃত্যুর শয্যাতে
কান্তসহ, আজি অরে ! বিশ্রাম করিয়া,
রণশ্রান্তি মিটাইব চরণ সেবিয়া;
রণশ্রমে কান্ত মম আজি রে কাতর !
যাও ত্বরা সাজাও সাজাও বৈশ্বানর
না সহে বিলম্ব। হায় কেন না হইবে;
অস্তাচলে, গেছে চন্দ্র; কি আর থাকিবে
কৌমুদী, এ ধরাধাম আলো করিবারে !
ত্যজিলেন দেহ, রাণী। সবে হাহাকারে
করিল রোদন। পরে এই হয় স্থির
নারী জাতি মাত্রে হও অনলে সুস্থির।

নতুবা দহিবে দেহ, শত্রুর দহনেঃ
ইহা ভাবি চলে সবে অনল আসনে।
ওলো সখীগণ! এস আমরা সকলে
জীবন সঁপিব আজিঃ অনল কবলে
কলঙ্কের অঙ্ক ছাঁড়ি। হায় রে যখন!
মাতৃভূমিঃ ছার খার, করিবে যবন
কেমনে সহিবে প্রাণে জননী যাতনা!
এস আগে মিটাইব মনের বেদনা ;
বান্ধ সবে কেশ, ধর মনোহর বেশ;
ত্রিদশ আলয়ে আজি করিব প্রবেশ।

—*****—

সম্পূর্ণ।